যুগান্তর

FEB 11 2002

মানব মনে প্রচুর ভালবাসার ঘ্রাণ ছড়ায় গোলাপ

মেহেদী পারভেজ

ভালবাসা দিও সর্বজনে

ভালবাসা দিবস (ভ্যালেন্টাইন ডে) নামে একটি নতুন দিবস পালনের রেওয়াজ বাংলাদেশে কয়েক বছর যাবৎ চালু হয়েছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ভালবাসা দিবসের উৎস বা ভিত্তি কি– এ সম্পর্কে বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ খালের্দ বেগের প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করছি–

আজকাল অনেক মুসলিম নানারকমের বিজাতীয় সংস্কৃতির বেড়াজালে আটকে পড়েছে। আসলে তারা কি করছে সেটা জানেই না। তারা কেবল নিজেদের মতোই অন্ধ সাংস্কৃতিক নেতাদের অন্ধ অনুসারী। তারা এটা সামান্যই উপলব্ধি করে যে, নির্দোষ বিনোদন হিসাবে তারা যা করে তা আসলে পৌত্তলিকতার কাছাকাছি। যে সব প্রতীক তারা ধারণ করে তা যে কুফরীর চিহ্ন হতে পারে তা তারা বুঝে না। এটাও উপলব্ধি করে না যে, তারা যেসব ধারণার অনুসারী তা কুসংস্কার থেকে উৎপন্ন এমনকি এসব কিছু যে ইসলামে নিষিদ্ধ তাও তারা জানে না।

ভালবাসা দিবস বা ভ্যালেন্টাইন ডে'র কথাই ধরুন– এমন একটা দিন যার উদযাপন ইউরোপে সংগত কারণেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু ব্রিটেন ও আমেরিকায় চালু রইল– যা হঠাৎ করেই মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে উদ্ভব হল। কে এই ভ্যালেন্টাইন? কেনইবা এই দিনটি উদযাপন করা হয়?

অন্যান্য ব্যাপারের মতো এ ব্যাপারেও কিংবদন্তী আছে যা মাত্র এতটুকুই পরিষ্কার যে, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গৃহপালিত পশু ও উর্বরতার দেবতা লুপাকাসের সম্মানে পৌত্তলিকদের একটা পর্ব হিসাবে রোমানরা ভ্যালেন্টাইন ডে উদযাপন শুরু করে। এর প্রধান আকর্ষণ ছিল লটারির মাধ্যমে আনন্দ বিনোদনের জন্য যুবতীদের যুবকদের মধ্যে এক বছরের জন্য বিতরণ করা– পরবর্তী বছরের লটারি পর্যন্ত।

এই দিনে উদযাপিত অন্যান্য ঘৃণ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল একখণ্ড ছাগলের চামড়ায় আবৃত যুবতীদের দুজন যুবক কর্তৃক উৎসর্গীকৃত ছাগল ও কুকুরের রক্তে ভেজা চাবুক দিয়ে প্রহার করা। মনে করা হতো এসব 'পবিত্র যুবকের' প্রতিটি চাবুকের আঘাত ওই যুবতীকে সন্তান ধারণে সক্ষম করে তুলবে।

স্বভাবতই খ্রিস্টানরা Lupercalia-র এই নারকীয় উদযাপন বন্ধের চেষ্টা করল কিন্তু সফল হল না। প্রথমত, তারা মেয়েদের লটারির বদলে যাজকদের নামে লটারি করার ব্যবস্থা করল। এটা এই উদ্দেশ্যে করা হল যাতে পরবর্তী একটা বছর ওই যাজকের সংস্পর্শে থেকে ওই যুবক যাজকের মতো পবিত্র হতে পারে। খ্রিস্টানরা শুধু রোমেই এটা করতে পারল কিন্তু অন্যান্য জায়গায় তা রোমানদের মতোই চলতে লাগল।

এখান থেকে আমরা এ বিশ্বাস পাই যে, একটা জনপ্রিয় নারকীয় অনুষ্ঠান (Evil)-কে ভাল কিছু দিয়ে ফিরিয়ে দেয়ার চিন্তা। আজকাল যারা হালের টেলিভিশনের বিনোদন অনুষ্ঠানের নামে ভাল কিছু করার চেষ্টা করছে তাদের ইতিহাসের পাতায় নজর দেয়া দরকার যেখানে খ্রিস্টানদের প্রচেষ্টা করুণভাবে ব্যর্থ হয়েছিল।

একটাই মাত্র সাফল্য খ্রিস্টানরা পেয়েছিল যে, উৎসবের নাম Lupercalia থেকে St Valentines Day-এ রূপান্তরিত হয়। কোন এক সেইন্ট ভ্যালেন্টাইন (Saint Valentine)-এর সম্মানে ৪৯৬ সালে Pope Gelasius এই পরিবর্তন করেন। যাহোক, খ্রিস্টান কিংবদন্তীতে মোটামুটি ৫০ জন ভ্যালেন্টাইন আছেন। এদের মধ্যে মাত্র দুজন সবচেয়ে বেশি পরিচিত যদিও তাদের জীবন ও চরিত্র এখনও রহস্যাবৃত।

একটা কিংবদন্তী, যা অনুষ্ঠিত উৎসবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তাহল সেইন্ট ভ্যালেন্টাইন ছিলেন 'প্রেমিকদের যাজক' যিনি তার কারাগারের প্রধানের মেয়ের প্রেমে পড়ে যান।

যাহোক পূর্বে উল্লেখিত লটারির আনুষঙ্গিক মারাত্মক কিছু সমস্যার কারণে ফ্রান্স সরকার ১৭৭৬ সালে ভ্যালেন্টাইন উৎসব নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সময়ের পরিক্রমায় এটা ধীরে ধীরে ইতালি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি এবং জার্মানি থেকেও উঠে যায়। এর আগে ১৭ শতকে পিউরিটানদের (১৭ ও ১৬ শতকে ব্রিটেনের রক্ষণশীল ও কঠোর নীতিপরায়ণ প্রোটেস্ট্যান্ট) আধিপত্যের কারণে ইংল্যান্ডেও এই উৎসব পালন বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু রাজা কার্লোস দ্বিতীয় ১৬৬০ সালে এটা পুনরুজ্জীবিত করেন। ইংল্যান্ড থেকে ভ্যালেন্টাইন উৎসব আমেরিকায় আগমন করে যেখানে শিল্পোদ্যোগী ইয়াংকিরা (Yank...

একটা ভাল উপায় ...